# নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারি ব্যবহার নীতিমালা

**বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির নিদর্শন সম্বলিত নিরাপত্তামূলক প্রতিষ্ঠান। সে কারণে জাদুঘরের প্রদর্শনী গ্যালারি অন্যান্য প্রদর্শনী গ্যালারির মত বাণিজ্যিকভিত্তিতে ব্যবহার করার জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয় না।**

**১। নিম্নরূপ ক্ষেত্রে ও শর্তে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য প্রদর্শনী গ্যালারি বরাদ্দ দেয়া যাবে:**

ক. লব্ধ প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের চিত্রকর্ম ও শিল্পকর্মের প্রদর্শনী

খ. জাদুঘরের কাজের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এমন চিত্রকর্ম বা শিল্পকর্মের প্রদর্শনী।

গ. সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনী।

ঘ. সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তির অধীন বা অন্য কোনভাবে সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে বিদেশী দূতাবাস/ সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী।

**২। প্রদর্শনী গ্যালারি ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা বা নিজেদের অর্থ, সম্পদ, যন্ত্র সকল কিছুর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাসহ জাদুঘরের সম্পদ ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষার দায়িত্ব বরাদ্দ গ্রহীতার উপর বর্তাবে। তাই বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক নিম্নোক্ত শর্তাদি পূরণ বাধ্যতামূলক।**

ক.প্রদর্শিত চিত্রকর্ম বা শিল্পকর্ম দ্বারা সরকারের ভাবমূর্তি, কোন ধর্মবিশ্বাস বা কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর অনুভূতিতে আঘাত হানা যাবে না।

খ. কোনরূপ রান্না করা খাবার বা খাবার প্যাকেট পরিবেশন বা বিতরণ, প্যান্ডেল কিংবা ছাউনি তৈরি করা যাবে না।

গ. কোন রাজনৈতিক দল বা এর অঙ্গ সংগঠন কর্তৃক প্রদর্শনী গালারি ব্যবহার করা যাবে না।

ঘ. রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিতর্কমূলক প্রদর্শনী আয়োজন করা যাবে না।

ড. সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ব্যতীত প্রদর্শনীতে বিদেশী নাগরিক অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ।

চ. প্রচলিত উৎসব, মেলা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা বা অনুরূপ অনুষ্ঠান করা যাবে না।

ছ. প্রদর্শনী গ্যালারি ও তৎসংলগ্ন লবি 'শুটিংস্পট' হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

জ. প্রদর্শনী গ্যালারি বা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ধূমপান, প্রদীপ (যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন) প্রজ্জ্বলন, মোমবাতি জ্বলানো বা আগুনের বাবহার করা যাবে না।

ঝ. প্রদর্শিত চিত্রকর্ম বা শিল্পকর্ম বিক্রয় করা যাবে না এবং এই উদ্দেশ্যে কোন বিজ্ঞাপনও প্রচার করা যাবে না।

ঞ. প্রদর্শনী গ্যালারির দেয়াল কিংবা সংশ্লিষ্ট স্থান বা আসবাবপত্রে পেরেক, কাঁটা বা আঠা ব্যবহার করা যাবে না।

ট. প্রদর্শনীতে আনীত মালামাল নিজ দায়িত্বে প্রদর্শনী গ্যালারিতে প্রবেশ করাতে হবে ও প্রদর্শনী সমাপ্তির পর নিজ দায়িত্বে গ্যালারি হতে সরিয়ে নিতে হবে এবং সরিয়ে নেয়ার পূর্বে নিরাপত্তা প্রধানের প্রত্যায়ন ও অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

ঠ. নিরাপত্তার কারণে প্রদর্শনী গ্যালারিতে বিদ্যমান ব্যবস্থার অতিরিক্ত আলোক সংযোগের ব্যবস্থা করা যাবে না।

ড. পোস্টার, ব্যানার বা অনুরুপ প্রচার সামগ্রী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও লাগানো যাবে না।

ঢ. কোন ব্যক্তি, সংস্থা, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দকৃত প্রদর্শনী গ্যালারি অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করতে পারবে না।

ণ. বরাদ্দ গ্রহীতা বা আমন্ত্রিত অতিথি সকলেই নিজ বা তাঁর সঙ্গের জিনিসপত্র নিরাপত্তা চেকের আওতাধীন হবে।

**৩। প্রদর্শনী গ্যালারি ব্যবহারের সময়সূচি:**

শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত প্রতিদিন। সকাল ১০:৩০ টা থেকে বিকাল ০৫:৩০ টা পর্যন্ত

শুক্রবার: বিকাল ০৩:০০ টা থেকে রাত ০৮:০০ টা পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন গ্যালারি বন্ধ থাকে। তবে জাদুঘর কর্তৃপক্ষের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

**৪। আবেদনের সময়সীমা:**

প্রদর্শনী গ্যালারি বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনের সময় থেকে প্রদর্শনী আয়োজনের মধ্যে কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন ব্যবধান রেখে চলতি মাসসহ ৫(পাঁচ) মাস পর্যন্ত অগ্রিম বরাদ্দ দেয়া যাবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন এমন অনুষ্ঠান, সরকারি অনুষ্ঠান বা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিজস্ব অনুষ্ঠান, প্রদর্শনীর উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান বা জাদুঘরের মহাপরিচালক বা সচিবের নির্দেশনার ক্ষেত্রে এ অনুচ্ছেদের শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

**৫। আবেদনের পদ্ধতি, আবেদন ফি, জামানত এবং অনুষঙ্গিক নিয়মাবলী:**

ক. প্রদর্শনী গ্যালারি বরাদ্দের নির্দিষ্ট আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ সাপেক্ষে এবং জামানতের ধার্যকৃত অর্থ (সাধারণ কার্যদিবসে প্রতিদিন ৩,৫০০/- টাকা এবং ছুটির দিন ৬,০০০/- টাকা) আবেদন ফি হিসেবে জাদুঘরের হিসাব শাখায় নগদ পরিশোধপূর্বক আবেদন করতে হবে। মৌখিকভাবে বা আবেদন ফি হিসেবে জামানত জমাদান ছাড়া প্রদর্শনী। গ্যালারি বুকিং দেয়া যাবে না। বিশেষ বিবেচনায় মহাপরিচালকের নির্দেশনা সাপেক্ষে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।

খ. প্রদর্শনী গ্যালারি ব্যবহার নীতিমালা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বরাদ্দ চুড়ান্ত হলে বরাদ্দপত্র জারী করা হবে।

গ. আয়োজক সংস্থা বরাদ্দ বাতিল করলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে।

ঘ. আয়োজক সংস্থা প্রদর্শনীর তারিখ পরিবর্তন (গ্যালারি খালি থাকা বা হওয়া সাপেক্ষে) করতে চাইলে পুনরায় আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ সাপেক্ষে (বা বিশেষ ক্ষেত্রে লিখিত অবেদনের মাধ্যমে) জমাকৃত জামানতের সমপরিমাণ অর্থ (অফেরতযোগ্য) তারিখ পরিবর্তন বাবদ পুনরায় পরিশোধপূর্বক প্রদর্শনীর নির্ধারিত তারিখের ৭ দিন পূর্বে আবেদন জানাতে পারবে। প্রদর্শনীর নির্ধারিত তারিখের (প্রদর্শনীর প্রস্তাবিত তারিখ) ৭(সাত) দিনের কম সময়ে প্রদর্শনীর তারিখ পরিবর্তন করতে চাইলে (গ্যালারি খালি থাকা বা হওয়া সাপেক্ষে) জামানতের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ (অফেরতযোগ্য) তারিখ পরিবর্তন বাবদ জমাদান করতে হবে।

ঙ. বরাদ্দ গ্রহীতার এখতিয়ার বহির্ভূত দৈব-দুর্বিপাক, রাজনৈতিক বা সামাজিক অচলাবস্থার কারণে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ ও বরাদ্দগ্রহীতার পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে জাদুঘর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পূর্বে জমাকৃত অর্থ সমন্বয় এবং অনুষ্ঠানের তারিখ ও সময় পরিবর্তন করা যাবে।

**৬। ভাড়া ও অনুষঙ্গিক অর্থ জমা প্রদানের পদ্ধতি:**

প্রদর্শনীর ৭(সাত) দিন পূর্বে বা বিশেষ ক্ষেত্রে বরাদ্দপত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদর্শনী গ্যালারির ভাড়া ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অর্থ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে অথবা নগদে জাতীয় জাদুঘর হিসাব শাখায় জমা দিতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উক্ত অর্থ জমা না করলে বরাদ্দ বাতিল ও আবেদন ফি বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে।

**৭। প্রদর্শনী গ্যালারির ভাড়ার হার নিম্নরূপ হবে যা নির্ধারিত ভ্যাটসহ অগ্রীম প্রদেয়। তবে সময়ে সময়ে এই ভাড়া বৃদ্ধি হলে বর্ধিত অর্থই হবে নির্ধারিত ভাড়া:**

| শিফটের বিবরণ | ভাড়া ভ্যাটসহ | জামানত | জরিমানা |
|---|---|---|---|
| সাধারণ কার্যদিবসে প্রতি শিফট (শনি থেকে বুধ) | ১২,০০০/- | ৩,৫০০/- | প্রতিঘন্টা ভ্যাট সহ ১,৭০০/ |
| ছুটির দিন (শুক্রবার বিকাল) | ১৫,০০০/- | ৬,০০০/- | প্রতিঘন্টা ভ্যাট সহ ৩,০০০/- |
| ছুটির দিনে পূর্ণ দিবস (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২২,০০০/- | ৬,০০০/- | প্রতিঘন্টা ভ্যাট সহ ৩,০০০/- |

**৮। জামানত ফেরত নেয়ার পদ্ধতি:**

প্রদর্শনী সমাপ্তির পর বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কোন অংশ বা অন্য কোন কিছু ক্ষতি না হলে বা অতিরিক্ত সময় ব্যবহার করা না হলে বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণ না থাকলে বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক জামানতের অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বরাবর আবেদনের পর ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জামানতের অর্থ (আবেদন ফি হিসেবে জমাকৃত) ফেরত দেয়া যেতে পারে। তবে আবেদনের পর ন্যূনতম ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে জামানতের অর্থ ফেরত প্রদানের দাবী করা যাবে না।

**৯। অতিরিক্ত সময় ব্যবহার পদ্ধতি ও তার ভাড়া:**

বরাদ্দকৃত সময়ের অতিরিক্ত সময় (অনুষ্ঠানে আনীত মালামাল জাদুঘরের মূল ভবনের সামনের কাঠের দরজা বা পিছনের লোহার দরজা দিয়ে সরিয়ে নেয়া পর্যন্ত সময়) প্রদর্শনী গ্যালারি ব্যবহার করলে ০১(এক) মিনিট থেকে ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পর্যন্ত সময়কে অর্ধঘন্টা এবং ৩১(একত্রিশ) মিনিট থেকে ৬০ (ষাট) মিনিট পর্যন্ত সময়কে পূর্ণঘন্টা হিসেবে চার্জ প্রতি ঘন্টা নির্ধারিত ভ্যাটসহ সাদারণ কার্যদিবসে ১.৭০০/- (এক হাজার সাতশত) টাকা, ছুটির দিনে ৩,০০০/- (তিন হাজার টাকা) প্রদান করতে হবে। এজন্য বরাদ্দ গ্রহীতা বা প্রতিনিধিকে অডিটরিয়াম শাখা ও নিরাপত্তা শাখার সময় রেজিস্টারে সময় দেখে স্বাক্ষর করতে হবে। পরবর্তীতে অতিরিক্ত সময় সম্পর্কিত কোন ওজর-আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না।

**১০। জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের অনুষ্ঠানের ভাড়ার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার:**

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরসমূহে কর্মরত গবেষক, লেখক ও শিল্পীদের উপযুক্ত অনুষ্ঠান বা প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে প্রদশনী গ্যালারি বিনা ভাড়ায় ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি মহাপরিচালক বিবেচনা করতে পারবেন।

**১১। জাদুঘর হতে নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করা হবে:**

ক. শীতাতপ নিয়ন্ত্রণসহ প্রদর্শনী গ্যালারি ধার দেয়ালের ক্ষেত্রফল প্রায় ৩১০০ বর্গফুট, ফ্লোরের ক্ষেত্রফল প্রায় ৪৬০০ বর্গফুট এবং দেয়ালের রানিং দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬৫ ফুট।

খ. ছবি ঝুলানোর ৭১ (একাত্তর) টি হুক।

**১২। শিল্পকর্ম ঝুলানো বা ডিসপ্লে করার পদ্ধতি:**

ক. শিল্পকর্ম বা চিত্রকর্ম ঝুলানো বা ডিসপ্লে করার জন্য সকল সরঞ্জামাদি আয়োজক সংস্থাকে নিয়ে আসতে হবে।

খ. শিল্পকর্ম বা চিত্রকর্ম ঝুলানো বা ডিসপ্লের সকল দায়-দায়িত্ব আয়োজক সংস্থার ওপর বর্তাবে।

গ. শিল্পকর্ম বা চিত্রকর্ম ঝুলানো, ডিসপ্লে করা বা তা নামানোর জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের অতিরিক্ত সময় দেয়া হবে না।

**১৩। রমজান মাসে গ্যালারি বরাদ্দের পদ্ধতি:**

রমজান মাসে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনে এবং বিকাল শিফটে প্রদর্শনী গ্যালারির বরাদ্দ দেয়া যাবে না। তবে জাদুঘর কর্তৃপক্ষের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

**১৪। কর্তৃপক্ষের দায়মুক্তি:**

প্রদর্শনী চলাকালীন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত যান্ত্রিক ত্রুটি/ সমস্যা দেখা দিলে সেজন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না এবং সেক্ষেত্রে ভাড়া ফেরত দেয়া যাবে না।

**১৫। রেয়াতি ভাড়া বা বিনা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদানের এখতিয়ার:**

জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এমন বিশেষ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে রেয়াতি ভাড়ায় বা বিনা ভাড়ায় প্রদর্শনী গ্যালারি বরাদ্দ প্রদান করা হলে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর হতে তদানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

**১৬। অনুষ্ঠানের অতিথি সম্পর্কে তথ্য প্রদান:**

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সচিব, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা অনুরূপ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকলে অনুষ্ঠানের কমপক্ষে তিনদিন পূর্বে জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

**১৭। সাধারণ নিয়ম:**

ক. এই নীতিমালায় বিধৃত হয়নি, অথচ তা প্রয়োজনীয়, এমন কোন কিছু পরবর্তীতে উদঘাটিত হলে তা এই নীতিমালায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অনুমোদনক্রমে সংযোজন, সংশোধন বা পরিমার্জন করা যাবে এবং তা যথাযথ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হবে।

খ. বরাদ্দ গ্রহীতা উপযুক্ত শর্তাদি নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকবেন। প্রয়োজনবোধে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই জাদুঘর কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় প্রদর্শনী গ্যালারির বরাদ্দ স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। সে ক্ষেত্রে বরাদ্দ গ্রহীতা কোন ওজর-আপত্তি বা
ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না। তবে সেক্ষেত্রে জমাকৃত সমুদয় অর্থ বরাদ্দ গ্রহীতাকে ফেরত দেয়া হবে।

গ. নীতিমালার উপর্যুক্ত কোন শর্ত ভঙ্গ করা হলে জামানত বাজেয়াপ্তসহ বরাদ্দ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**সমাপ্ত**